কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ১৩-১০-২০ (পৃঃ ০২)

ব্রি-৭৫ ধান চাষে সাফল্য

দিনাজপুর প্রতিনিধি ▷

করোনার এই সময়ে বন্যা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা দেশের মানুষকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। প্রকৃতির এই বৈরিতায় আক্রান্ত হয়েছে দেশের কৃষি ও কৃষক। এমন পরিস্থিতিতে কম সময়ে, কম খরচে অধিক ফলনের আগাম জাতের ধান ব্রি-৭৫ চাষ করে হাসি ফুটেছে কৃষকের মুখে। এ জাতের ধানে ভরে গেছে দিনাজপুরের বীরগঞ্জের বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ। প্রদর্শনী প্লটের উদ্যোক্তা কৃষকরা মনে করেন, এই জাতের ধান চাষ ছড়িয়ে দিতে পারলে পাল্টে যেতে পারে দেশের কৃষি অর্থনীতি। পাশাপাশি কৃষকের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটবে।

এ বছর বীরগঞ্জ উপজেলায় ২৯ হাজার ৬০০ হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হয়েছে। এর মধ্যে ৩০ হেক্টর জমিতে ব্রি-৭৫ জাতের ধান আবাদ হয়েছে বলে উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে। বীরগঞ্জ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে রাজস্ব খাতের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রদর্শনী প্লটের ধান গতকাল কাটা শুরু হয়েছে। কর্তনকৃত ৩৩ শতক জমিতে ধান হয়েছে ১৮ মণ। প্রতি মণ ধান বিক্রি হয়েছে ৯০০ টাকা দরে। ধানের খড় বিক্রয় হয়েছে চার হাজার টাকা। লিজসহ এক বিঘা জমিতে খরচ হয়েছে সাড়ে ১২ হাজার টাকা। অর্থাৎ বিঘাপ্রতি কৃষকের লাভ হয়েছে সাত হাজার ৭০০ টাকা।

কৃষক রায়হান আলী জানান, এ জাতের ধান চাষে সময় কম লাগে। পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হওয়ায় বালাইনাশক স্প্রে করতে হয় না বললেই চলে। ফলে অধিক ফলন হয়। আবার এই ধান আগাম বাজারে আসায় দাম ভালো পাওয়া যায়।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখঃ ১৩-১০-২০ (পৃঃ ০৮)

আগাম জাতের ব্রি ধান-৭৫ এ শোভিত বীরগঞ্জের বিস্তীর্ণ মাঠ

বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি

বন্যা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ও শৈত্যপ্রবাহ বিপর্যস্ত করে মানুষকে। এর সঙ্গে নতুন করে যোগ হয়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। প্রকৃতির এ বৈরিতায় আক্রান্ত হয়েছে আমাদের দেশ, আমাদের কৃষি। তারপরেও বৈরী আবহাওয়ায় বাম্পার ফলনের ইতিহাস গড়েছে এ দেশের কৃষক। তবে এ বছর দফায় দফায় টানা বর্ষণে সর্বস্বান্ত হয়েছে দেশের বেশির ভাগ সবজি চাষি। এত সব বৈরিতার পরেও ব্রি ধান-৭৫ আগাম জাতের ধানে ভরে গেছে দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ।

এই আগাম জাতের ধানের প্রদর্শনী প্লটে সোনালি শিষের দোলায় কৃষকের চোখে নতুন স্বপ্নের ঝিলিক। প্রকৃতির বৈরিতার মধ্যে এই নতুন জাতের ধানে হাসি ফুটেছে তাদের মুখে। প্রদর্শনী প্লটের উদ্যোক্তা কৃষকরা মনে করেন এ জাতের ধান চাষ ছড়িয়ে দিতে পারলে পাল্টে যেতে পারে দেশে কৃষি অর্থনীতি।

এ বছর বীরগঞ্জ উপজেলায় ২৯ হাজার ৬৩০ হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হয়েছে। এর মধ্যে ব্রি ধান-৭৫ আগাম জাতের ধান ৩০ হেক্টর জমিতে আবাদ হয়েছে বলে উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে।

উপজেলা উপ-সহকারী কৃষি অফিসার মো. রেজাউল করিম জানান, আমন মৌসুমে ব্রি ধান-৭৫ একটি উচ্চফলনশীল জাত। ২১ জুলাই থেকে ২০ আগস্ট বীজ বপন করে ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে চারা রোপণ করতে হয়। মাত্র ১১০ থেকে ১১৫ দিনের মধ্যে এ ধান ঘরে তোলা যায়। এ ধানের কাণ্ড শক্ত বলে গাছ হেলে পড়ে না। শিষ থেকে ধান ঝরে পড়ে না। জাতটি আগাম হওয়ায় রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণও কম।